র‍্যাব এর একাদশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-২০১৫

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা, শনিবার, ১৪ চৈত্র ১৪২১, ২৮ মার্চ ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
মহাপুলিশ পরিদর্শক,
র‍্যাব ফোর্সেস এর মহাপরিচালক,
র‍্যাবের সকল পর্যায়ের সদস্যগণ,
উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ফোর্সেস (র‍্যাব) এর একাদশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ শুভলগ্নে আমি এই এলিট ফোর্সের সকল পর্যায়ের অফিসার ও সদস্যদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার মাস মার্চে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

র‍্যাব এর যে সকল দেশপ্রেমিক সদস্য দায়িত্ব পালনকালে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদেরকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের কাছে র‍্যাব এখন আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক।

সুধিমণ্ডলী,

লাখো শহীদের রক্তে ভেজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। জাতির পিতা তার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ৮ মে সারদা পুলিশ একাডেমিতে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। রক্ত দিয়ে আপনারা যে গৌরব অর্জন করেছেন, আশা করি ভবিষ্যতে সে গৌরব আপনারা রক্ষা করবেন।...ইনশাআল্লাহ্ সোনার বাংলায় সবই পাওয়া যাবে। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি কেবল জখমগুলো শুকিয়ে নিতে পারি, তাহলে পাঁচ বছর পরে বাংলার মানুষ আর দুঃখে দিন কাটাবে না।’’

কুমিল্লায় সামরিক একাডেমিতে ১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘আমি তোমাদের এই প্লাটফর্ম থেকে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী, জনগণ, সকলের কাছে আবেদন জানাবো, সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে অভাব, অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, দেশ গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করুন’’।

জাতির পিতা জানতেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশ পূনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও এরসাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করি।

আমরা গত ছয় বছরে র‍্যাবের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বাহিনীর নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন উদ্বোধন করা হয়েছে। ১১টি র‍্যাব ব্যাটালিয়নকে আমরা স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ দিয়েছি। র‍্যাব সদর দপ্তর এবং গাজীপুরে র‍্যাবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্যও স্থায়ী জায়গা দেওয়া হয়েছে। র‍্যাবের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা র‍্যাবের অপারেশনাল শক্তি বৃদ্ধি করতে দু'টি হেলিকপ্টারসহ প্রয়োজনীয় যানবাহন বরাদ্দ দিয়েছি। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হাই-টেক যন্ত্রপাতি ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। র‍্যাব প্রকৃত অর্থেই এখন এলিট ফোর্স। আমরা এ ফোর্সকে আরও আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই করবো, ইনশাআল্লাহ।

সুধিবৃন্দ,

অপহরণ ও মুক্তিপন দাবী একটি ঘৃণ্য অপরাধ। র‍্যাব এ ঘৃণ্য অপরাধীদের গ্রেফতার করে অনেক অপহৃত শিশু ও ব্যক্তিকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী চরমপন্থী গোষ্ঠী বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বনদস্যু দমনে র‍্যাব সফল ভূমিকা রেখেছে। অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের অপতৎপরতা, চোরাচালান, জাল মুদ্রা ও পাসপোর্ট প্রস্তুত ও অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা রোধে র‍্যাব অত্যন্ত ফলপ্রসু অভিযান পরিচালনা করে আসছে। র‍্যাব ভেজাল বিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে। এ আদালত তাৎক্ষণিকভাবে জেল-জারিমানা প্রদান করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনছে।

র‍্যাব উগ্র জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। জঙ্গী সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা এবং অসংখ্য জঙ্গী সদস্যদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছে। এরফলে জঙ্গী সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা জঙ্গী দমনে সফল হয়েছি। জঙ্গী দমনে আমাদের এ সাফল্য জাতিকে আশান্বিত করেছে। বর্হির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

এ বাহিনী প্রতিনিয়ত সফল অপারেশনের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে বিপুল পরিমান অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করছে। এরফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়েছে।

দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের উপকূল ও পাহাড়ী অঞ্চলে র‍্যাবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে র‍্যাবের ব্যাটালিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুধিমণ্ডলী,

আপনারা জানেন দেশের জনগণের বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই।

বিগত ছয় বছরে জনগণের জীবনমানের উন্নতি করতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। বিএনপি-জামাত জোটের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে পশ্চাৎমুখী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছি। উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে এনেছি। আজ একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।

আমরা প্রতিটি সেক্টরে বাজেটের আকার বৃদ্ধি করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশের ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্রের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট। যোগাযোগ খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। এখন বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি- বাংলাদেশ।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশকে আবার পিছনের দিকে নিয়ে যেতে গত ৫ জানুয়ারি থেকে বিএনপি-জামাত জোট আবার হত্যা ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। একই ঘটনা তারা ঘটিয়েছিল ২০১৩ সালে এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে।

তারা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সাধারণ মানুষ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। রেললাইন, সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকান এমনকি নিরীহ পশুও তাদের জিঘাংসার হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সামনে শত শত পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে সারা দুনিয়ার সামনে এরা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে।

এ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে জনগণের জান-মাল রক্ষায় র‍্যাবসহ সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়ে অসীম ধৈর্য্যের সাথে কাজ করছে। আমি এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাঙালি বিজয়ী জাতি। বাঙালি স্বাধীনতার জন্য যে হাতে অস্ত্র নিয়েছে, দেশ গড়ার জন্য আবার সেই হাতে লাঙল ধরেছে। বাঙালি কখনও কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, র‍্যাবসহ দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাহিনী বাংলাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে।

আমরা যে কোন মূল্যে স্বাধীনতার চেতনাকে উজ্জীবিত রাখবো। লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের মাটিতে আমরা কোন সন্ত্রাসবাদ, নৃশংসতা হতে দেব না - র‍্যাবের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সুধিবৃন্দ,

আমি আশা করি, এলিট ফোর্স র‍্যাব জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দায়িত্বশীল ও পেশাদার ভূমিকা পালন করবে। কোন নিরপরাধ মানুষ যাতে অন্যায়ভাবে হয়রানির স্বীকার না হন সেদিকে র‍্যাব-এর প্রত্যেক সদস্যকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমরা অপরাধের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। অপরাধী যে-ই হোক না কেন আমরা কাউকে কোন ছাড় দেব না।

আমি র‍্যাব এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...